DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

BANGLA 1ST PAPER

YEAR 2016

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

নিমগাছ

স্বামী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন নিয়ে জমিলার বড় সংসার। প্রতি মুহূর্তেই সংসারে তাকে প্রয়োজন। কঠিন দায়িত্বের জালে আবদ্ধ সে। এভাবেই জীবনের সত্তরটি বছর কেটে গেল। এখন তার পরিশ্রম করার সামর্থ্য নেই। সংসারে সে এখন বোঝা। তার ঠাঁই এখন বৃদ্ধাশ্রমে। [ঢাকা বোর্ড '১৬]

ক) বনফুলের প্রকৃত নাম কী?

খ) নতুন লোকটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিম গাছের দিকে চেয়ে রইল কেন?

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে না"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) বনফুলের প্রকৃত নাম কী?

বনফুলের প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

খ) নতুন লোকটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিমগাছের দিকে চেয়ে রইল কেন?

নিম গাছের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য নতুন লোকটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিম গাছের দিকে চেয়ে রইল।

নিমগাছের আশেপাশে থাকা সকলে তাকে ব্যবহার করে। নিমগাছের ডাল বাকল পাতা অনেক উপকারী বলে সকলে তা ব্যবহার করে। কিন্তু পরিবর্তে কেউ তার যত্ন করে না শুধুমাত্র নতুন লোকটি এসে তার কোন ছাল বাকল ছিঁড়ল না তার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করলো।

গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের সাথে নিমগাছের সাদৃশ্য হল উভয় স্থানেই সর্বংসহা ব্যক্তির গুরুত্বহীনতা প্রকাশ করেছে।

নিমগাছ গল্পে নিমগাছের মাধ্যমে নিপুনা লক্ষীবউয়রে কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বাড়ির লক্ষ্মী বউটি তার সবটুকু দিয়ে বাড়ির সকলের সেবা করে। তাদের প্রয়োজনে সব সময় সে কাজ করে যায়। কিন্তু বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তার কোনো যত্ন করে না নিজের সারা জীবন এ সংসারের প্রয়োজনে কাজ করেও সে বাড়ির মানুষের কাছে অবহেলিত।

উদ্দীপকে জমিলা একটি বড় সংসারের কর্ত্রী। সে তার জীবনের সত্তর টি বছর এ সংসারে ত্যাগ করে দিনরাত পরিশ্রম করে এ সংসারের সকলের জন্য সে কাজ করে যায়। কিন্তু তার শরীরের কর্মক্ষমতা হারিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় সে এখন সংসার থেকে পরিত্যক্ত প্রায়। তার প্রয়োজন শেষে এখন সকলে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে এসেছে। তাই বলা যায় নিমগাছ গল্পের লক্ষী বউটি এবং জমিলা সময়ের সাথে তাদের নিজ সংসারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

ঘ) "উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে না"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপকটি সাথে নিম গাছের আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও গল্পের সমগ্র ভাব প্রকাশ করেনা মন্তব্যটি কে যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন করা যায়।

নিমগাছ গল্পে দেখা যায় মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে নিমগাছের প্রত্যেকটি অংশ ব্যবহার করছে। গাছটি তাদের জন্য অনেক উপকারী হলেও কেউ তার যত্ন করছে না। ঠিক যেমন একটি বাড়ির লক্ষী বউ এর মতো সে প্রতিনিয়ত বাড়ির সকলের উপকারের জন্য কাজ করে। যখন কারো তাকে প্রয়োজন হয় সে সর্বদা তৈরি থাকে তাকে সাহায্য করতেন কিন্তু বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা কখনো তাকে যত্ন করে না। তাই অবহেলা আর অযত্ন ফেলে অন্য কারো সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে তার।

অন্যদিকে উদ্দীপকে জমিলা একটি বড় সংসারের বউ। স্বামী সন্তান আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়ে তার সংসার। তার জীবনের সত্তর টি বছর সে সকলের সেবায় কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এখন যখন তার শরীরের কর্মক্ষমতা কমে গেছে তখন তাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসা হয়েছে।

এখানে আলোচ্য দুটি বিষয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে তাই বলা যায় উদ্দীপকটি নিমগাছ গল্পের সমগ্র ভাব প্রকাশ করে না।

মানুষ

হাশরের দিন খোদা বলিবেন, হে আদম সন্তান, আমি চেয়েছিনু ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান। মানুষ বলিবে তুমি জগতের প্রভু, আমরা তোমারে কেমনে খাওয়াব সে কাজ কি হয় কভু? বলিবেন খোদা- ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে, মোর কাছে ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াতে তারে। [ঢাকা বোর্ড '১৬]

ক. মানুষ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

খ. "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা তোমার নয়।" ভুখারির এমন অনুভূতির কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের আদম সন্তানের আচরণে মানুষ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য মানুষ' কবিতার মোল্লা ও পুরোহিতদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

ক) মানুষ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

মানুষ কবিতাটি 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ) "ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা তোমার নয়।" ভুখারির এমন অনুভূতির কারণ কী?

মানুষ কবিতাটি 'সাম্যবাদী' কাব্গ্রন্থের অন্তর্গত।

ভিখারি সাতদিন ধরে উপোস। খাবারের আশায় সে মন্দিরে যায়। সে মন্দিরের পুজারীকে ডেকে দরজা খুলতে বলে। পূজারী দরজা খুলে জীর্ণ বস্ত্র এবং শীর্ণ গাত্রের ক্ষুধার্তকে দেখে আবার দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন ভিখারি ফিরে যায় আর বলে, এ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়। অর্থাৎ মন্দির এখন পাহারাদার পূজারীর হয়ে গেছে, এটি আর দেবতার মন্দির নয়। স্বার্থবাদীর আখড়ায় পরিণত হয়েছে দেবতার মন্দির।

গ) উদ্দীপকের আদম সন্তানের আচরণে মানুষ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর

উদ্দীপকের আদম সন্তানের আচরণে মানুষ কবিতায় মোল্লা-পুরোহিতদের ক্ষুধার্তের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষ কবিতায় কবি হীন স্বার্থপর ধর্মের লেবাসধারীর মুখোশ উন্মোচন করেছেন। ক্ষুধার্ত অসহায় পথিককে খাবার না দিয়ে মোল্লা-পুরোহিত উপাসনালয়ের দরজা বন্ধ করে দেয়। অথচ মানুষের দান করা প্রসাদ,শিরনি-গোস্ত-রুটিতে মন্দির-মসজিদ ভরপুর ছিল। কবি এ স্বার্থবাদী শ্রেণির কবল থেকে ধর্মালয়গুলো সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য উদ্ধার করতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকে আদম সন্তানের আচরণে নিরীহ অসহায়দের প্রতি অমানবিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। ক্ষুধিত বান্দা একদিন দ্বারে এলে মানুষ তাকে অন্ন না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। হাশরের ময়দানে খোদা আদম সন্তানকে তার অমানবিক চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মানুষ' কবিতায় কবি মোল্লা-পুরোহিতদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায়, আদম সন্তানের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে মোল্লা-পুরোহিতদের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা।

ঘ) উদ্দীপকের বক্তব্য মানুষ' কবিতার মোল্লা ও পুরোহিতদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

উদ্দীপকের কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা অসহায় মানবতার প্রতি দয়া প্রদর্শন যা মানুষ কবিতায় মোল্লা ও পুরোহিতদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

এ পৃথিবীতে ধনী-দরিদ্র, দুর্বল-শক্তিমান এ দুটি শ্রেণির বসবাস। বিত্তবানরা গরিবদের প্রতি, শক্তিমানরা দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে পৃথিবীতে স্বর্গের শান্তি নেমে আসবে। 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষকে ঘৃণা না করে, ধর্মের ভেদ না করে সকলকে ভালোবাসার আহ্বান জানিয়েছেন।

মানুষ' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন কীভাবে মন্দিরের পুরোহিত কিংবা মসজিদের মোল্লা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। মানুষ কবিতায় এক ক্ষুধার্তকে দেখা যায়, যে সাতদিন যাবৎ অনাহারী। ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় সে মোল্লা, পূজারীদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে। তাদের নিকট পর্যাপ্ত খাবার থাকার পরও তারা সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দেয় না। এই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন বঞ্চনার শিকার হয়েছে উদ্দীপকের রহিমুদ্দির 'মা'। পেটের জ্বালা রহিমুদ্দির মাকে তাড়িত করে নিজের দায় এড়িয়ে আত্ম-আনন্দে মেতে ওঠে।

উদ্দীপকের 'রহিমুদ্দির মা' প্রকৃতপক্ষে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। আর কবিতার ভুখারি ইবাদতের স্থানে গিয়ে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। কেননা ধর্মের স্থান আজ আর মানুষের জন্য উন্মুক্ত নেই, তা আজ ভণ্ড ধার্মিকদের অধিকারে। সমাজের ভন্ড, স্বার্থপর শ্রেণির কাছে বারবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ভুখারি আর 'রহিমুদ্দির মা'। এভাবে বঞ্চনার দিক দিয়ে তারা একই সূত্রে গাঁথা।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বলেন, "মানুষের মনকে আলোকিত করার অন্যতম উপায় হলো শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষায় মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হয় এবং মানব-মনের পরিপূর্ণ মুক্তি ঘটে। আর মুক্তি না থাকলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না।" [ঢাকা বোর্ড '১৬]

ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অনুবাদ গ্রন্থ দুটির নাম লেখ।

খ) শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকই শ্রেষ্ঠ দিক - কেন?

গ) উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের নীতিবোধের সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সাদৃশ্য-ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "মুক্তি না থাকলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না"- উক্তিটির তাৎপর্য ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অনুবাদ গ্রন্থ দুটির নাম লেখ?

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর অনুবাদ গ্রন্থ দুটির নাম 'সভ্যতা ও সুখ'।

খ) শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকই শ্রেষ্ঠ দিক - কেন?

মানুষের জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতে সহায়তা করে বলে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটিই শ্রেষ্ঠ।

শিক্ষার এই অপ্রয়োজনীয় দিকের কারণে মানুষ তার মনের মালিক হয় এবং অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করে। এই অপ্রয়োজনীয় দিক মানুষকে তার স্বরূপ উদঘাটনেও সাহায্য করে। শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিকটি মানুষের চিন্তাকে শুধু অর্থবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়, তাই এটাকে শ্রেষ্ঠ দিক বলা হয়েছে।

গ) উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের নীতিবোধের সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ে সাদৃশ্য-ব্যাখ্যা করো।

শিক্ষা লাভের মাধ্যমে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে প্রধান শিক্ষকের নীতিবোধের সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো মানুষকে চিন্তা, বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া। এইসব স্বাধীনতা মানুষের মুক্তি আনয়ন করে। কেননা জীবনে অর্থ প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়। আর এ বোধটিই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

উদ্দীপকে প্রধান শিক্ষক দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মানুষের মনকে আলোকিত করার প্রধান উপায় শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষায় সার্বিক কল্যাণ ও মানব মনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ঘটে। মানুষের মুক্তি না থাকলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও মানুষের মুক্তির কথা এসেছে। অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়। এই বোধটি মনুষ্যত্বের মূল বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়টি উদ্দীপক এবং প্রবন্ধ দুই জায়গাতেই ধ্বনিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের নীতিবোধের সাথে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বাস্তবিকই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) "মুক্তি না থাকলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না"- উক্তিটির তাৎপর্য ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

মুক্তি না থাকলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না উক্তিটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ এবং উদ্দীপকের আলোকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষার আসল কাজ হলো মানুষকে মনুষ্যত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু মানুষ অর্থ চিন্তায় সর্বদা শৃঙ্খলিত থাকে। এই চিন্তা হতে মুক্ত না হলে মানুষ অন্ধকারে পতিত হয়।

উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নির্দেশনা দেন। প্রকৃত মানুষ হতে হলে শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের এ সত্য অনুধাবন করতে পরামর্শ দেন। প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের কল্যাণ ও মনের পরিপূর্ণ মুক্তি ঘটে। মনুষ্যত্বের বিকাশে শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধেও লেখক শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিকগুলো আলোচনা করেছেন।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার জন্য মুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের মন যদি মুক্ত, স্বাধীন না থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া অসম্ভব। আর মুক্তি না থাকলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়া যায় না উক্তিটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে এবং উদ্দীপকের আলোকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

RAJSHAHI BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

আকবর হোসেন পৌর মেয়র। তিনি একজন জনদরদী নেতা। সমাজের নিচু তলার মানুষের সঙ্গে তার চলাফেরা বেশি। তিনি তাদের সুখ- দুঃখের সাথী। তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তা সংস্কার এবং নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করেন। তিনি বলেন, এরাই আমার আসল শক্তি। রাজশাহী বোর্ড '১৬]

ক) 'দুর্দিনের যাত্রী' কোন ধরনের গ্রন্থ?

খ) লেখক 'ছোটলোক' সম্প্রদায় বলতে কি বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) 'এরাই আমার আসল শক্তি' উদ্দীপকে আকবর হোসেনের এই উক্তিটি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) 'দুর্দিনের যাত্রী' কোন ধরনের গ্রন্থ?

দুর্দিনের যাত্রী একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ।

খ) লেখক 'ছোটলোক' সম্প্রদায় বলতে কি বুঝিয়েছেন?

লেখক 'ছোটলোক' সম্প্রদায় বলতে উপেক্ষিত সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন।

আমাদের সমাজে অনেক শ্রেণি-পেশার মানুষ আছে যাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করে। অথচ আমরা তাদের উপেক্ষা করি। উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। এই বিভেদ দূর করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। লেখক ছোটলোক বলতে সেই শ্রেণির সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন, যারা তথাকথিত আভিজাত-গর্বিত ভদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক শোষণের শিকার হয়।

গ) উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত বক্তব্য উপেক্ষিত মানুষদের সাথে সমাজের উপরতলার মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার বিষয়টিই উদ্দীপকে পরিস্ফুট হয়েছে।

শ্রেণিবিভাজন করে মানুষদের বিভক্ত করা মানে কার্যকর শ্রমশক্তিকেই বিভাজ্য করা। এতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই ব্যাহত হয়। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই সকল মানুষের শ্রেণি-দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করে এক হয়ে কাজ করা উচিত। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে সমাজ যাদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে, তাদের উপরই আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করছে বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকের পৌরসভার চেয়ারম্যান আকবর হোসেন প্রাবন্ধিকের মতো একই মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। তিনিও সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে তো দেখেনই না বরং গুরুত্ব দিয়েই তাদের সাথে মেশেন। তিনি সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। তাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তা সংস্কার এবং নর্দমা পরিষ্কারের কাজ করেন। তিনি একজন চেয়ারম্যান এবং পদাধিকারবলেই একজন সমাজকর্মী। তিনি অনুভব করেন যে, এই হতভাগ্য মানুষদের মাঝেই নিহিত রয়েছে সমাজের ধন্যাত্মক পরিবর্তনের মূলশক্তি। সুতরাং উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলবক্তব্য সমাজ ও রাষ্ট্রের ধন্যাত্মক পরিবর্তনে নিচু শ্রেণির মানুষকে সংযুক্ত করার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) 'এরাই আমার আসল শক্তি' উদ্দীপকে আকবর হোসেনের এই উক্তিটি "উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন" প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে উপেক্ষিত বা নিচু তলার মানুষদের সম্পর্কে এটাই স্পষ্ট যে, এরাই দেশের আসল শক্তি।

একটি দেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্ম ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। তথাকথিত নিচু শ্রেণির মানুষদের সংখ্যা যেমন অধিক, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের মূল শক্তিও এদের মাঝেই নিহিত। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের সাম্যবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটিতে দেশে যুগান্তর আনার মূল শক্তি সমাজে বারা অবহেলিত তাদের মাঝেই রয়েছে বলে প্রাবন্ধিক মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, একজন মেয়র হিসেবে নিজ এলাকার জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়ে আকবর হোসেন যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই নিচু শ্রেণির মানুষগুলোই তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল নিয়ামক শক্তি। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রাবন্ধিকের সুস্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্যে পরিষ্কার যে, আমাদের এই উপেক্ষিত মানুষদের হাতেই রয়েছে সমাজ-রাষ্ট্রের ধন্যাত্মক পরিবর্তন সূচনার মূল শক্তি। অন্যদিকে, উদ্দীপকের পৌরসভার চেয়ারম্যান আকবর হোসেন পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে হাতে-কলমে টের পেয়েছেন যে, সমাজে নিচু বলে পরিচিত এসব মানুষের হাতেই রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের কার্যকর শক্তি। তাই প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে দ্বার্থহীনভাবেই বলা যায়, এই উপেক্ষিত বা হতভাগ্য মানুষগুলোই আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ তথা জাতির মূলশক্তি।

জীবন সঙ্গীত

নানামুখী প্রতিকূলতার জন্য পাঁচবার বিএ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েও কৃতকার্য হতে পারেনি কাশেম। বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের তিরস্কারে কাশেম কিছুটা বিচলিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে কাশেম তার গ্রামের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে ৬ষ্ঠ বারের মতো দৃঢ় মনোবলসহকারে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সফলভাবে কৃতকার্য হয়।
রাজশাহী বোর্ড '১৬]

ক. 'দারা' শব্দের অর্থ কী?

খ. "আয়ু যেন শৈবালের নীর।" ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।" - উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

উত্তর

ক. 'দারা' শব্দের অর্থ কী?

'দারা' শব্দের অর্থ স্ত্রী।

খ. "আয়ু যেন শৈবালের নীর।" ব্যাখ্যা কর।

"আয়ু যেন শৈবালের নীর" বলতে মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

শেওলার উপর পানির ফোটা যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনই ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবন। অল্প আয়ু নিয়ে মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়। সমস্ত হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এভাবেই চিরবিদায় ঘটে একটি সত্তার। তাই কবি মানবজীবনকে শৈবালের উপরের জলবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শৈবালের উপর পানির ফোটাও মানব আয়ুর মতো ক্ষণকাল স্থায়ী হয়। আলোচ্য অংশে এ বিষয়টিই প্রকাশিত হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় উল্লিখিত সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে টিকে থাকার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে ।

অনুকূল আর প্রতিকূল এই দুই ধরনের পরিবেশে মানুষের বাস। তাই এ দুই-ই ঘুরে-ফিরে আসে মানবজীবনে। অনেক সময় প্রতিকূলতাকে মানুষ ভয় করে পিছিয়ে পড়ে জীবনযুদ্ধের ময়দান থেকে। কিন্তু যারা এই প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে প্রতিনিয়ত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হয়।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি বলেছেন জীবনটা এক যুদ্ধক্ষেত্র। সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে এখানে টিকে থাকতে হয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত দেখে যারা ভীত হয়, পিছিয়ে যায় তারা কখনই সাফল্য অর্জন করতে পারে না। উদ্দীপকের কাশেমের জীবনেও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। পাঁচবার বিএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও সে একেবারে ভেঙে পড়েনি। ষষ্ঠবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সে কৃতকার্য হয়েছে।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।" - উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

"উদ্দীপকটি জীবন-সঙ্গীত কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও চেষ্টা জীবনে সফলতা বয়ে আনে। তাই জীবন অর্থহীন নয়, বরং এই তিনের মাধ্যমেই জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে সামনে থাকে মহামানবদের কীর্তিময় জীবনাদর্শ। তারা নিজ নিজ কর্ম দ্বারা পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি এ বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন। আমাদের জীবন নিছক স্বপ্ন নয়, বরং অনেক মূল্যবান। জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং এর প্রতিটি পদে আছে প্রতিকূলতা। তাই মানুষকে এ পৃথিবীতে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। মহাজ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণের মাধ্যমে প্রত্যেককে বরণীয় হতে হবে। অন্যদিকে উদ্দীপকে বলা হয়েছে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে সফলতা অর্জনের কথা। কাশেম বারবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েও মুষড়ে পড়েনি। গ্রামের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে সে আবারও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং কৃতকার্য হয়।

উদ্দীপকের কাশেমের চেষ্টায় সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়, যা 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন। তবে কবিতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক। এসব দিক বিচারে তাই বলা হয়েছে উদ্দীপকটি কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করেনি।

অভাগীর স্বর্গ

"ও কে চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হ'তে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল, কাল হতে পারে মহাযোগী সম্রাট।
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে করিবে নান্দী পাঠ।"

ক) 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদারের গোমস্তার নাম কী?

খ) 'রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল'- কেন?

গ) "উদ্দীপকের চণ্ডাল 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর প্রতিনিধি।"- ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা মনোভাবই 'অভাগীর স্বর্গ লেখকের প্রত্যাশা।"- মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদারের গোমস্তার নাম কী?

অভাগীর স্বর্গ' গল্পে জমিদারের গোমস্তার নাম 'অধর রায়'।

খ) 'রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল'- কেন?

মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী অভাগী রসিকের পায়ের ধুলো চাওয়ায় রসিক বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত দাড়িয়ে রইল।

অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ। সে অভাগীকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং অন্য বিয়ে করে। অভাগী তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হলেও সে তাকে ভালোবাসে নি, অশন বসন দেয়নি এমনকি কখনো খোঁজখবর নেয়নি। কিন্তু এখন মৃত্যুর পথযাত্রী অভাগীর শেষ ইচ্ছা মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে স্বর্গে যেতে চায়। স্বামীর প্রতি অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখে রসিক বাঘ হতবুদ্ধির মত দাড়িয়ে রইল।

গ) "উদ্দীপকের চণ্ডাল 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর প্রতিনিধি।"- ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের চণ্ডাল অভাগীর স্বর্গ গল্পে কাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের সমাজে সাম্প্রদায়িকতার নিপীড়নে দিন দিন পিষছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা। জাত ধর্ম বর্ণের কারণে তারা দিনদিন অত্যাচারিত হচ্ছে। অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভাগী ও কাঙ্গালি জাতে নিম্ন, দুলে জাতের প্রতিনিধি। নিচু জাতের বলে তাদের শবদেহ পোড়ানোর অধিকার ছিল না। কিন্তু অভাগীর শেষ ইচ্ছা ছিল ছেলের হাতের মুখাগ্নি করা। কিন্তু উচ্চবিত্তদের নিপীড়নই কাঙ্গালি সেই ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাকে অদ্ভুত বিবেচনা করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

উদ্দীপকে জাত বৈষম্যের নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে। চণ্ডাল যাদের কাজ হলো শ্মশানে মরা পোড়ানো। তাই জাত্যভিমান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে তাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে তাকে সকলে এড়িয়ে চলে। ঠিক যেমনটা কাঙ্গালি কে এড়িয়ে থাকত সবাই।তাই উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের চণ্ডাল অভাগীর স্বর্গ গল্পের কাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ) "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা মনোভাবই 'অভাগীর স্বর্গ' লেখকের প্রত্যাশা।"- মূল্যায়ন করো।

উদ্দীপকে ফুটে ওঠা মনোভাবই অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক এর প্রত্যাশা মন্তব্যটি যথার্থ।

শরৎচন্দ্রের রচিত অভাগীর স্বর্গ গল্পে তিনি নিচুজাতের প্রতি উঁচু জাতের অত্যাচার-নিপীড়ন অভাগী ও কাঙালীর অবস্থার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেন। সমাজের জাত্যভিমান সম্পন্ন মানুষদের জন্য কিছু শ্রেণীর মানুষের জীবনধারণ হয়ে যায় কষ্টসাধ্য। তারা নিপীড়নের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকু ও পূরণ করতে পারেনা। গল্পে দেখা যায় যে কাঙ্গালী তার মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য সমাজের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। এই গল্পের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন জাতের নামে মানুষের নিষ্ঠুরতা।

উদ্দীপকের চণ্ডাল নিচু শ্রেণীর। তাদের কাজ হচ্ছে শ্মশানের মরা পোড়ানো। ফলে অভিজাত শ্রেণীর মানুষ তাকে দেখে চমকে যায়, ঘৃণ্য জীব মনে করে। কিন্তু তার মধ্যেও যে হরিশচন্দ্রের মতো পুণ্যাত্মা থাকতে পারে তার ব্যাপারে তারা অজ্ঞ। অভাগীর স্বর্গ গল্পে ও জাতি ভেদ এর কারণে কাঙালীর সাথেও প্রায় একই ধরনের আচরণ করা হয়েছে।

উদ্দীপক ও অভাগীর স্বর্গ গল্পে অভিজাত ধর্মের কারণে নিম্নশ্রেণির প্রতি অত্যাচার স্পষ্ট। এর বিরুদ্ধে লেখক সমাজে সচেতন বার্তা দিতে চেয়েছেন গল্পের মাধ্যমে যা উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় যে উদ্দীপকে ফুটে ওঠা মনোভাবই অভাগীর স্বর্গ গল্পের লেখক এর প্রত্যাশা।

COMILLA BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

"লাঙ্গল কাঁদিয়া বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,
তুই কোথা থেকে এলি ওরে ভাই ফলা?
যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেদিন হতে মোর মাথা খোঁড়াখুঁড়ি
ফলা কহে, ভাল ভাই, আমি যাই খসে
দেখি তুমি কী আরামে থাকে ঘরে বসে
ফলাখানা টুটে গেল হালখানা তাই,
খুশি হয়ে পড়ে থাকে কোন কর্ম নাই।
চাষা বলে, এ আপদ আর কেন রাখা
এরে আজ চালা করে ধরায়িব আখা
ইল বলে, ওয়ে, ফলা, আয় ভাই ধেয়ে
খাটুনি যে ভাল ছিল জ্বলুনীর চেয়ে।"

ক) কাদের অন্তর কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ?

খ) 'বোধন বাঁশিতে সুর দেওয়া' বলতে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকের লাঙলের আচরণে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের লাঙল আর ফলাকে এক সুরে বাঁধার আহ্বানে কাজী নজরুল ইসলামের প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে- 'উপেক্ষিত শক্তির
উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

উত্তর

ক) কাদের অন্তর কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ?

তথাকথিত ছোটলোকের অন্তর কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ।

খ) বোধন বাঁশিতে সুর দেওয়া বলতে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে কী বোঝানো হয়েছে?

বোধন বাঁশিতে সুর দেওয়া বলতে মানুষের মধ্যে বোধ জাগিয়ে তোলার আহ্বানকে বোঝানো হয়েছে। লেখক বোধন বাঁশিতে সুর দিয়ে আমাদের মধ্যে বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আমরা যদি সমাজের পতিত, চন্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে টেনে আপন করে নিতে পারি এবং সম্মানে তাদের আমাদের কাতারে শামিল করতে পারি তবে পৃথিবীবাসী আমাদের সম্মানের চোখে দেখবে। প্রাবন্ধিক বোধন বাঁশিতে সুর দিয়ে আমাদের মধ্যে এই বোধই জাগাতে চেয়েছেন।

গ) উদ্দীপকের লাঙলের আচরণে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের লাঙলের আচরণে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধ এর আভিজাত-গর্বিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মানসিকতার দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক আভিজাত সম্প্রদায়ের মানসিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। আভিজাত-গর্বিত ভদ্র সম্প্রদায় তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে। অথচ তাদের ওপরই উন্নয়নের দশ আনা শক্তি নির্ভর করে। ভদ্র সম্প্রদায় মনে করে তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের সমাজে কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল। ছোটলোক সম্প্রদায়কে বাইরে রেখে বড়লোক সম্প্রদায় কখনো চলতে পারবে না। ছোটলোকদের ওপরই নির্ভর করে তাদের উন্নয়ন।

উদ্দীপকে লাঙলের আচরণে ফলাকে উপেক্ষা করার মানসিকতা প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লাঙল নিজে কাজ করতে পারে না ফলাকে বাদ দিয়ে। অথচ লাঙল ফলাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করেছে। এজন্য লাঙল ফলাকে বাদ দিতে চায়। কিন্তু ফলাকে বাদ দিয়ে লাঙল অচল হয়ে পড়ে। তখন ফলার ওপর লাঙলের নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। আর লাঙলের এই আচরণ 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের ভদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের আচরণের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

ঘ) উদ্দীপকের লাঙল আর ফলাকে এক সুরে বাঁধার আহ্বানে কাজী নজরুল ইসলামের প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে- 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

উদ্দীপকে যেমন লাঙল আর ফলাকে এক সূত্রে গাঁথার আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তেমনি 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধেও কাজী নজরুল ইসলাম ভদ্র সম্প্রদায় ও তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়কে একত্র করতে চেয়েছেন।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ দূর করা আবশ্যক। এই বিভেদ দূর করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে। এজন্য প্রবন্ধে লেখক ভদ্র সম্প্রদায় ও তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়কে একসূত্রে করার প্রত্যাশা ব্যক্ত কয়েছেন।

উদ্দীপকে লাঙ্গলের ফলাকে একত্র করার আহ্বান জানানো হয়েছে। লাঙলকে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই ফলার সাহায্য নিতে হবে। জমি চাষ করতে গেলে ফলা ও লাঙ্গল উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এজন্য লাঙ্গল নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফলাকে আহ্বান জানিয়েছে একত্র হওয়ার। ফলাকে ছাড়া যেমন লাঙলের সার্থকতা নেই তেমনি সমাজের তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায় ছাড়া ভদ্র সম্প্রদায়ের উপযোগিতা নেই। কাজের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে লাঙ্গলের ক্ষেত্রে ফলার সাহায্য প্রয়োজন হয়। আবার 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে ছোটলোকদের সাহায্য ছাড়া বড়লোকেরা অচল। তাই লাঙল ও ফলার মতোই প্রবন্ধে ভদ্র সম্প্রদায় ও ছোটলোক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আর প্রবন্ধের লেখক ভদ্র সম্প্রদায় ও তথাকথিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথোপযুক্ত।

বই পড়া

তিন বছরের ছোট্ট ছেলে ইমনকে নিয়ে মা শাহানার চিন্তার শেষ নেই। সারাক্ষণ এটা-ওটা খাবার নিয়ে তিনি ছেলের পেছনে ছোটাছুটি করেন। ঘুম থেকে তুলেই খিচুড়ি, এরপর ফলের রস, সিদ্ধ ডিম, দুধ একের পর এক। মা'র হাত থেকে বাঁচতে ইমন পালাতে চেষ্টা করে, হাত পা ছোড়ে, মুখ বন্ধ করে থাকে, আরও কত কৌশল। কিন্তু মিসেস শাহানা জোর করে ইমনকে খাওয়াবেনই। এ অবস্থা দেখে ইমনের বাবা মি. শাহেদ বলেন, "দেখো, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু পদ্ধতি ভুল। ছেলের মঙ্গল চাও সন্দেহ নেই কিন্তু তোমার খাওয়ানোর ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে।

ক) শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী?

খ) 'সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকের শাহানার আচরণে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "মি. শাহেদের বক্তব্য প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শেরই প্রতিধ্বনি"- 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী?

শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা।

খ) 'সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে যে নিজেকে একজন আলোকিত রুচিশীল এবং পরিপূর্ণ মানুষ রূপে তৈরি করা যায় প্রশ্নে উক্ত কথাটি দ্বারা লেখক তাই বুঝিয়েছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক প্রমথ চৌধুরী মানবজীবনে সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। জাতি হিসেবে আমাদের সৎ, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান এবং প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেদের তৈরি করতে গেলে সাহিত্য চর্চার বিকল্প নেই। আর এটি বোঝাতেই লেখক বলেছেন, 'সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে।'

গ) উদ্দীপকের শাহানার আচরণে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের শাহানার আচরণে 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতির দিকটির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরীর মতে, আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের জোর করে পাঠদান করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের জ্ঞান চর্চায় অরুচিতে ভোগে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে থাকে এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রতি অনীহা পোষণ করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যায়। এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

উদ্দীপকে শাহানার মাঝে শিক্ষাদানের ভ্রান্ত পদ্ধতিটির প্রকাশ লক্ষণীয়। তিনি জোর করে ছেলেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এতে তার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও প্রকৃত পক্ষে তা তার ছেলের পক্ষে সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। কেননা অতিরিক্ত কোনো কিছুতেই আমাদের মঙ্গল লুকিয়ে নেই। তিনি পুত্র ইমনকে খেলার ছলে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে বরং ইমন আনন্দের সাথে খেত। এতে শাহানারও কষ্ট করার প্রয়োজন হতো না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাহানার খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি একই সূত্রে গাঁথা। উভয়েই জোরপূর্বক আমাদের মঙ্গল কামনার চেষ্টা করে যাচ্ছে যা আমাদের মঙ্গল তো দূরের কথা অমঙ্গলের জন্য দায়ী হচ্ছে।

ঘ) "মি. শাহেদের বক্তব্য প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শেরই প্রতিধ্বনি"- 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

একটি জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রমথ চৌধুরী শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়েছেন যা উদ্দীপকের মি. শাহেদের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী এদেশের শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের পাঠদান করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জোর করে শিক্ষাদান করানো হয়। এতে সকলে পাশ করলেও প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠে না। তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।
এজন্য শিক্ষার্থীদের পছন্দানুযায়ী বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা উচিত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। কেননা একমাত্র স্ব-শিক্ষাই পারে একজনকে সুশিক্ষিত হিসেবে তৈরি করতে।

উদ্দীপকে মি. শাহেদ স্ত্রীর খাওয়ানোর পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পরামর্শ দেন। কেননা তাঁর স্ত্রী ছেলের মঙ্গলের জন্য জোর করে খাওয়ানোতে মনোযোগ দিয়েছেন এতে করে আদতে তার কোন উপকারী হচ্ছে না। তিনি মনে করেন ছেলে বেশি খেলেই বুঝি স্বাস্থ্যবান হবে, এটাই ছেলের জন্য ভালো। কিন্তু এটি মোটেও সঠিক পদ্ধতি নয়। তাই এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো উচিত। আর উদ্দীপকে মি. শাহেদ এ বিষয়টিই অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তার স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন কেন সে তার খাওয়ানোর পদ্ধতি পরিবর্তন করার মাধ্যমে ইমনের খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে যা পরবর্তীতে তার সুস্বাস্থ্যতার জন্য সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শ এবং উদ্দীপকের মি. শাহেদের পরামর্শের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্যগত দিকথেকে এক। কেননা তারা উভয়ই প্রচলিত পদ্ধতির ভুল অনুধাবন করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন। জোর করে খাওয়ানোর মাঝে যেমন স্বাস্থ্যের উপকারিতা নেই, তেমনি জোর করে বিদ্যাদানের মাঝেও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

ফলে উদ্দীপকের মি. শাহেদ এবং 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রমথ চৌধুরী মূলত একই পরামর্শ আলাদা প্রেক্ষাপটে দিয়েছেন। তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

JESSORE BOARD

পহেলা বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ। শহর জুড়ে চলছে আনন্দ র‍্যালি। শহরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু গরিব কৃষক গনি মিয়া ছেলেমেয়েরা জানে না এত আনন্দ কিসের! ওরা জানতে চাইলে গনি মিয়া বলে, এটা পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান। [যশোর বোর্ড- ২০১৬]

ক) ঐতিহাসিক আবুল ফজল নববর্ষকে কী বলেছেন?

খ) ঢাকা নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন কেন?

গ) উদ্দীপকের আনন্দ র‍্যালি পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর

ঘ) 'উদ্দীপকে কবীর চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।'- মন্তব্য লেখ।

উত্তর

ক) ঐতিহাসিক আবুল ফজল নববর্ষকে কী বলেছেন?

ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'নববর্ষ' কে এদেশের জনগণের নওরোজ বলেছেন।

খ) ঢাকা নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন কেন?

বাংলা নববর্ষে কৃত্রিম আনন্দ-উল্লাস ও লাগামহীন অর্থব্যয় করার কারণে ঢাকার নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন।

ঢাকায় পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের সমাগম ঘটে। এরা একদিনের জন্য কৃত্রিম বাঙালি পোশাকে সজ্জিত হয়। রমনা রেস্তারায় প্রচুর টাকা ব্যয়ে পান্তা-ইলিশ খায়। অথচ সারা বছর এরা বাঙালি ঐতিহ্যকে লালন করে না। একদিনের বাঙালি সেজে লাগামহীন আনন্দ-উল্লাসে অহেতুক টাকা ব্যয় করে। তাই ঢাকার নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের আনন্দ র‍্যালি পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর

উদ্দীপকের আনন্দ র‍্যালি পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের বৈশাখী উৎসবের দিকটিকে নির্দেশ করে।

বাংলা নববর্ষ 'পয়লা বৈশাখ' বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। কৃষিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা নববর্ষ উদযাপনেরা ধারণা তৈরি হয়। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক হয়ে উঠেছে। পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধে বর্ণিত, বাংলা নববর্ষ উৎসবে গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলার সব ধর্ম ও শ্রেণির মানুষ সানন্দে যোগ দেয়।

পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানারকম খেলাধুলা, আনন্দ-উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী মিলে সারা বছরের অন্যান্য দিনগুলো থেকে সম্পূর্ণ সবতন্ত্র হয়ে এ দিনটি গৌরব মন্ডিত হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের পয়লা বৈশাখে শহরজুড়ে চলছে আনন্দ র‍্যালি। শহরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখের আনন্দচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের অনন্দ উৎসবের দিকটি সার্থকভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ) 'উদ্দীপকে কবীর চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। '- মন্তব্য লেখ।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখে নিছক আনন্দ উৎসব পালনের কারণে কবীর চৌধুরীর আকাঙ্কার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ও জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো পয়লা বৈশাখ। হাজার বছরের পুরনো এ অনুষ্ঠান বাঙালি জাতীয়তাবোণ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখে শহরজুড়ে চলছে আনন্দ র‍্যালি। শহরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু গরিব কৃষক গণি মিয়ার ছেলেমেয়েরা জানেই না এত আনন্দ কীসের। পয়লা বৈশাখটা যেন ঢাকার ধনী শ্রেণির উৎসবে পরিণত হয়েছে যা লেখকের কাম্য নয়।

পয়লা বৈশাখ রচনায় নববর্ষের আনন্দচিত্রের পাশপাশি এক তাত্ত্বিক চেতনার উজ্জীবন ঘটিয়েছেন লেখক। লেখকের মতে, এ উৎসব একার হিন্দু বা মুসলমানদের বা বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের নয়। এ উৎসব সমস্ত বাঙালির। ধনী-গরিব, কৃষক-শ্রমিক বাংলা ভাষাভাষী এদেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ মানুষের জাতীয় চেতনার ধারক। নববর্ষ উদযাপনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা, দেশাত্মবোধ,সক্রিয় ঐতিহ্য চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ তার দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত হয়। তাই উদ্দীপকে বর্ণিত নিয়েছো আনন্দ-উল্লাস উদযাপনের বিষয়ে আলোকপাত করায় লেখক এর মূল উদ্দেশ্য নয়। লেখক এর উদ্দেশ্য সার্বজনীন ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা।

JESSORE BOARD

পহেলা বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ। শহর জুড়ে চলছে আনন্দ র‍্যালি। শহরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু গরিব কৃষক গনি মিয়া ছেলেমেয়েরা জানে না এত আনন্দ কিসের! ওরা জানতে চাইলে গনি মিয়া বলে, এটা পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান। [যশোর বোর্ড- ২০১৬]

ক) ঐতিহাসিক আবুল ফজল নববর্ষকে কী বলেছেন?

খ) ঢাকা নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন কেন?

গ) উদ্দীপকের আনন্দ র‍্যালি পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর

ঘ) 'উদ্দীপকে কবীর চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।'- মন্তব্য লেখ।

উত্তর

ক) ঐতিহাসিক আবুল ফজল নববর্ষকে কী বলেছেন?

ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'নববর্ষ' কে এদেশের জনগণের নওরোজ বলেছেন।

খ) ঢাকা নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন কেন?

বাংলা নববর্ষে কৃত্রিম আনন্দ-উল্লাস ও লাগামহীন অর্থব্যয় করার কারণে ঢাকার নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন।

ঢাকায় পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের সমাগম ঘটে। এরা একদিনের জন্য কৃত্রিম বাঙালি পোশাকে সজ্জিত হয়। রমনা রেস্তারায় প্রচুর টাকা ব্যয়ে পান্তা-ইলিশ খায়। অথচ সারা বছর এরা বাঙালি ঐতিহ্যকে লালন করে না। একদিনের বাঙালি সেজে লাগামহীন আনন্দ-উল্লাসে অহেতুক টাকা ব্যয় করে। তাই ঢাকার নববর্ষ উদযাপনকে লেখক বুর্জোয়াবিলাস বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের আনন্দ র‍্যালি পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর

উদ্দীপকের আনন্দ র‍্যালি পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের বৈশাখী উৎসবের দিকটিকে নির্দেশ করে।

বাংলা নববর্ষ 'পয়লা বৈশাখ' বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। কৃষিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা নববর্ষ উদযাপনেরা ধারণা তৈরি হয়। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক হয়ে উঠেছে। পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধে বর্ণিত, বাংলা নববর্ষ উৎসবে গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলার সব ধর্ম ও শ্রেণির মানুষ সানন্দে যোগ দেয়।

পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানারকম খেলাধুলা, আনন্দ-উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী মিলে সারা বছরের অন্যান্য দিনগুলো থেকে সম্পূর্ণ সবতন্ত্র হয়ে এ দিনটি গৌরব মন্ডিত হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের পয়লা বৈশাখে শহরজুড়ে চলছে আনন্দ র‍্যালি। শহরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখের আনন্দচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখ প্রবন্ধের অনন্দ উৎসবের দিকটি সার্থকভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ) 'উদ্দীপকে কবীর চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। '- মন্তব্য লেখ।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখে নিছক আনন্দ উৎসব পালনের কারণে কবীর চৌধুরীর আকাঙ্কার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ও জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হলো পয়লা বৈশাখ। হাজার বছরের পুরনো এ অনুষ্ঠান বাঙালি জাতীয়তাবোণ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখে শহরজুড়ে চলছে আনন্দ র‍্যালি। শহরের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে র‍্যালিতে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু গরিব কৃষক গণি মিয়ার ছেলেমেয়েরা জানেই না এত আনন্দ কীসের। পয়লা বৈশাখটা যেন ঢাকার ধনী শ্রেণির উৎসবে পরিণত হয়েছে যা লেখকের কাম্য নয়।

পয়লা বৈশাখ রচনায় নববর্ষের আনন্দচিত্রের পাশপাশি এক তাত্ত্বিক চেতনার উজ্জীবন ঘটিয়েছেন লেখক। লেখকের মতে, এ উৎসব একার হিন্দু বা মুসলমানদের বা বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের নয়। এ উৎসব সমস্ত বাঙালির। ধনী-গরিব, কৃষক-শ্রমিক বাংলা ভাষাভাষী এদেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের। ধর্মীয় সংকীর্ণতার বৃত্ত অতিক্রম করে বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ মানুষের জাতীয় চেতনার ধারক। নববর্ষ উদযাপনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা, দেশাত্মবোধ,সক্রিয় ঐতিহ্য চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ তার দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত হয়। তাই উদ্দীপকে বর্ণিত নিয়েছো আনন্দ-উল্লাস উদযাপনের বিষয়ে আলোকপাত করায় লেখক এর মূল উদ্দেশ্য নয়। লেখক এর উদ্দেশ্য সার্বজনীন ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা।

কপোতাক্ষ-নদ

সাত বছর আগে বিয়ে হওয়া রাহেলা নিজগ্রাম, বাড়ি-ঘর আপনজনদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে। তাদের বাড়ির পাশেই ছিল একটি বিশাল পুকুর। সেই পুকুরে সে সাঁতার কাটতো, খেলতো, মাছ ধরতো। শ্বশুরবাড়িতে পুকুর থাকলেও সে অবাধে সাঁতার কাটতে পারে না। খেলতে পারে না। তাই রাহেলা যতদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকে, সব সময় পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার অবস্থা হয়েছে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত।

[যশোর বোর্ড- ২০১৬]

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন কত সালে?

খ. 'দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।' - একথা দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে রাহেলার গ্রামের প্রতি টান আর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষের প্রতি টান কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. 'তার অবস্থা যেন ডাঙায় তোলা মাছের মতো' - উক্তিটি যেন উদ্দীপকের রাহেলা এবং কবি মাইকেলের মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছে। একথার সত্যতা নিরূপণ কর।

উত্তর

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন কত সালে?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন ১৮৪২ সালে।

খ) 'দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে'। - একথা দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে'- বলতে কবি কপোতাক্ষ নদকে জন্মভূমি তথা বাংলা মায়ের স্তনে দুধের স্রোতরূপে কল্পনা করেছেন।

কপোতাক্ষ নদের তীরে কবির শৈশব কেটেছে। এ নদের সঙ্গেই ছিল কবির শৈশব মিতালি। প্রবাসজীবনের একাকিত্বের যন্ত্রণায় কবি কল্পনায় বারবার ফিরে যান তাঁর মাতৃভূমির কাছে। কপোতাক্ষের স্বচ্ছ স্রোতধারা কবির কল্পনায় বাংলা মায়ের দুধের ফোয়ারা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

গ) উদ্দীপকে রাহেলার গ্রামের প্রতি টান আর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষের প্রতি টান কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ?

উদ্দীপকের রাহেলার গ্রামের প্রতি টান আর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষের প্রতি টান পুরোপুরিভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জন্মভূমির প্রতি প্রেম মানুষের একটি মৌলিক মানবীয় গুণ। প্রবাস জীবনে এ প্রেম গভীরভাবে অনুভূত হয় এবং মানুষ এ সময় গভীর স্মৃতিকাতরতায় ভোগে। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় এ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। ফ্রান্সে প্রবাসকালে জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তার মনে কাতরতা জাগিয়েছে। দূরে বসেও তিনি যেন কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কপোতাক্ষ নদের জলে স্নেহের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কবি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তদ্রুপ উদ্দীপকের রাহেলার সাত বছর আগে বিয়ে হলেও তার নিজ গ্রাম, বাড়িঘর আর তাদের বাড়ির পাশের বিশাল পুকুরের কথা ভুলতে পারে না। সেই পুকুরে সে সাঁতার কাটতো, খেলত, মাছ ধরত। তার শ্বশুরবাড়িতে পুকুর থাকলেও তাতে সে অবাধে সাঁতার কাটতে পারে না। শৈশবে তাদের বাড়ির পুকুরে সাঁতার কাটার স্মৃতি কবি মধুসূদনের মতো তাকেও ব্যাকুল করে তোলে।

ঘ) ''তার অবস্থা যেন ডাঙায় তোলা মাছের মতো''- উক্তিটি যেন উদ্দীপকের রাহেলা এবং কবি মাইকেলের মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছে। একথার সত্যতা নিরূপণ কর।

''-'তার অবস্থা যেন ডাঙায় তোলা মাছের মতো' উক্তিটি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার ষষ্ঠকের ভাবে ফুটে উঠেছে'' প্রশ্নোক্ত কথাটির সত্যতা রয়েছে।

কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাসে বসবাসকালে জন্মভূমির প্রতি গভীর টানের কথা, ব্যাকুলতার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রবাসজীবনের জৌলুসের মধ্যেও তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে ভুলতে পারে না।

উদ্দীপকের রাহেলার সাত বছর আগে বিয়ে হলেও বাবার বাড়ির তথা তার শৈশব স্মৃতির কথা ভুলতে পারেন না। সে শৃশুর বাড়িতে থাকলেও তার মন যেন পড়ে থাকে শৈশবের পুকুর পাড়ে। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও প্রবাসজীবনে জন্মভূমির প্রতি ব্যাকুলতা অনুভব করেন। তার মনে সব সময় জাগরুক থাকে কপোতাক্ষ নদের স্মৃতি। শৈশবের জন্মভূমির প্রতি উদ্দীপকের রাহেলা ও কবি মধুসূদনের চরম ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষ কোনো স্থানে থাকতে থাকতে সেই স্থানের কিছুর সাথে সখ্য বা অভ্যস্ততার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনো কারণে এর ব্যত্যয় ঘটলে অর্থাৎ মানুষের আজন্মের অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটলে সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে উঠে। উদ্দীপকের রাহেলা ছেলেবেলা থেকে বাপের বাড়িতে পুকুরে সাঁতার কাটা, মাছ ধরা ইত্যাদির কথা সে যেমন ভুলতে পারে না, তেমনি মাইকেল মধুসূদন দত্তও কপোতাক্ষ নদ তথা জন্মভূমির কথা ভুলতে পারেন না। তাদের উভয়েরই মানসিক অবস্থা চরমে পৌছে যায়। এক্ষেত্রে তাদের মানসিক অবস্থা হয় ডাঙায় তোলা মাছের মতো। যেন তাদের শৈশব স্মৃততির জন্মভূমিতে না গেলে মানসিক প্রশান্তি হবে না। অতএব, উদ্দীপকের রাহেলা ও কবি মধুসূদন দত্তের মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত কথাটির সত্যতা রয়েছে।

আম আটির ভেপু

স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে পুষ্পরাণীর সংসার। দিনমজুর স্বামীর সামান্য আয়ে অতি কষ্টে তার সংসার চলে। সন্তানদের ভালো খেতে পরতে দিতে না পারলেও পরম মমতায় তাদের আগলে রাখেন। দুষ্টমির কারণে মাঝে মধ্যে বকাবঝকা করলেও অন্তরে তাদের জন্যে অতি গভীর মমতা অনুভব করেন।

[যশোর বোর্ড- ২০১৬]

ক) 'আম-আঁটির ভেপু' শীর্ষক গল্পটির রচয়িতা কে?

খ) 'নীলুমণি রায়ের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে।' - কেন?

গ) উদ্দীপকের পুষ্পরাণীর সংসারের সঙ্গে আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সর্বজয়ার সংসারের সাদৃশ্যগত দিক তুলে ধর।

ঘ) "পুষ্পরাণী ও সর্বজয়া উভয়েই পল্লি-মায়ের শাশ্বত চরিত্র।"- উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু শীর্ষক গল্পের আলোকে এ কথার উপযুক্ততা বিচার কর।

উত্তর

ক) 'আম-আঁটির ভেপু' শীর্ষক গল্পটির রচয়িতা কে?

আম-আঁটির ভেপু শীর্ষক গল্পটির রচয়িতা 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'।

খ) 'নীলুমণি রায়ের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে।' - কেন?

নীলমণি রায়ের মৃত্যুর কারণে তার ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলুমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়েছেন। তার স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে তার পিত্রালয়ে বাস করছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

গ) উদ্দীপকের পুষ্পরাণীর সংসারের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সর্বজয়ার সংসারের সাদৃশ্যগত দিক তুলে ধর।

উদ্দীপকের পুষ্পরাণীর সংসারের সঙ্গে 'আম-আঁটির ভেপু গল্পের সর্বজয়ার সংসারের সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে। গ্রাম বাংলায় অনেক পরিবার আছে যারা তিন বেলা খেতে পায় না। কায়ক্লেশে দিন কাটায়। কিন্তু তাদের ঘরে সৌহার্দ্যের অভাব নেই। বাবা-মায়ের আদর ও স্নেহে গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরেই সন্তানদের দিন কাটে আনন্দে।

উদ্দীপকে পুষ্পরাণীর সংসারের চিত্র ফুটে উঠেছে। দৈন্যের সংসারে প্রাণী সন্তানদের পেটপুরে খেতে দিতে পারে না। দুষ্টুমির কারণে মাঝে মধ্যে বকাঝকা করলেও অন্তরে তাদের জন্য অতি গভীর মমতা অনুভব করেন। এই মমতার চিত্র আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সর্বজয়ার। সংসারেও দেখতে পওয়া যায়। সর্বজয়া গরিব সন্তানদের ভালো কিছু খেতে দিতে পারে না। কিন্তু মাতৃত্বের আদরে ভরিয়ে রাখে। অভাবের মধ্যে সর্বজয়ার এই মাতৃস্নেহের দিকটির সাথেই উদ্দীপকের পুষ্পরাণীর সংসারের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ) "পুষ্পরাণী ও সর্বজয়া উভয়েই পল্লি-মায়ের শাশ্বত চরিত্র।"- উদ্দীপক ও 'আম-আঁটির ভেঁপু শীর্ষক গল্পের আলোকে এ কথার উপযুক্ততা বিচারর।

মাতৃত্বের দিক দিয়ে পুষ্পরাণী ও সর্বজয়া উভয়েই পল্লিমায়ের শাশ্বত চরিত্র।

আম-আঁটির ভেপু গল্পে সর্বজয়া মাতৃত্বের এক অনন্য চিত্র। হরিহরের গরিবের সংসারে দুটি সন্তান নিয়ে সর্বজয়া খুব অসহায়ভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। দুটি ছেলেমেয়ের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত না দিতে পারলেও তাদের আদর-স্নেহে আগলে রেখেছেন।

উদ্দীপকে স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে পুষ্পরাণীর সংসার। দিনমজুর স্বামীর সামান্য আয়ে অতিকষ্টে তার সংস্বার চলে। সন্তানদের ভালো খেতে-পরতে দিতে না পারলেও পরম মমতায় তাদের আগলে রাখেন। অন্যদিকে আম-আঁটির ভেঁপু গল্পে সর্বজয়ার সংসারও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট। তার সন্তানদের ঠিকমতো খেতে-পরতে দিতে না পারলেও তাদের মাতৃত্বের অমায়িক আদর-যত্নে আগলে রাখেন।

উদ্দীপকের পুষ্পরাণীর মতো সর্বজয়াও সন্তানবৎসল এক মায়ের প্রতীক। উদ্দীপকের পুষ্পরাণী তাদের দারিদ্র পীড়িত সংসারে দুইটি সন্তান নিয়ে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করেন। ঠিকমতো খেতে-পরতে দিতে না পারলেও পরম মমতা দিয়ে তার সন্তানদের আগলে রাখেন। কখনো দুষ্টুমির কারণে তাদের বকাঝকা করলেও অন্তরে তাদের জন্য অকৃত্রিম মমতা অনুভব করেন। আবার আম-আঁটির ভেঁপু, গল্পে সর্বজয়া অপু ও দুর্গাকে ঠিকমতো খেতে-পরতে দিতে না পারলেও তাদের মাতৃস্নেহের শীতল ছায়ায় আগলে রাখেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের পুষ্পরাণী ও 'আম-আঁটির ভেঁপু গল্পের সর্বজয়ার মধ্যে। পল্লিমায়ের শাশ্বত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

মানুষ

মানুষের পদপিষ্ট শতশত এতিম সন্তান
লুব্ধতার চক্রতলে পলে পলে দিয়ে যায় প্রাণ,
অশ্রুর বন্যায় ভাসে বিধবার মলিন শয়ান
চেয়ে আছে অসহায়, রোগজীর্ণ পাণ্ডুর নয়ান।
দুয়ারে কেঁদেছে নিঃস্ব ভালোবেসে বাড়ালে না হাত
সম্পদের পাহাড় গড়ি এক কণা দাওনি যাকাত।

[যশোর বোর্ড- ২০১৬]

ক. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন?

খ. মোল্লা সাহেব মসজিদে তালা দিল কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অসহায় ব্যক্তি 'মানুষ' কবিতায় কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপক ও মানুষ কবিতায় মানুষের সম্পদ লিপ্সার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে"- উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) সুলতান মাহমুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন?

সুলতান মাহমুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

খ) মোল্লা সাহেব মসজিদে তালা দিল কেন?

নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মোল্লা সাহেব মসজিদে তালা দিল।

মসজিদ সকল মুসলমানের জন্য। এখানে সবার অধিকার সমান। কিন্তু এক শ্রেণির স্বার্থবাদী মোল্লা সেজে মসজিদ থেকে স্বার্থ উদ্ধার করে। এরা দান-খয়রাত, শিরনি-গোস্ত নিজেরা ভোগ করে। গরিব, ক্ষুধার্তরা কিছু চাইলে তারা এ মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়।

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত অসহায় ব্যক্তি 'মানুষ' কবিতায় কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অসহায় ব্যক্তি 'মানুষ' কবিতায় ভুখারি ও মুসাফিরের প্রতিনিধিত্ব করে।

'মানুষ' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যের জয়গান করেছেন।ধর্ম- বর্ণ-জাতি-গোষ্ঠী ভুলে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয়। কিন্তু পৃথিবীর কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ অসহায় মানুষদেবকে । মানুষ বলে মনে করে না।

উদ্দীপকে অসহায় মানুষদের কথা বলা হয়েছে। এতিম, বিধবা, রোগজীর্ণ পাণ্ডুর, নিঃস্ব লোকদের সহায়তা করার জন্য সমাজের সম্পদশালীরা এগিয়ে আসে না। তারা যেমন এতিমের হক আদায় করে না, তেমনি বিধবা, নিঃষ, রোগজীর্ণ ব্যক্তিদের যাকাত না দিয়ে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কাজী নজরুল ইসলামের 'মানুষ কবিতায়ও অসহায় ভুখারি ও মুসাফিরের অসহায়ত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকে এতিম, বিধবা ও রোগজীর্ণ পাণ্ডুর নিঃস্ব লোকদের যেমন ধনিক শ্রেণি বঞ্চিত করে তেমনি 'মানুষ' কবিতায় মন্দির-মসজিদের মোল্লা-পূজারী পুরোহিতরা ভুখারিদের ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করে। এদিকটিই উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ) "উদ্দীপক ও মানুষ কবিতায় মানুষের সম্পদ লিপ্সার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে"- উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় মানুষের সম্পদ লিপ্সার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে বিবেকবর্জিত,নিষ্ঠুর-কৃপণ, স্বার্থান্ধ মানুষের সংখ্যা কম নয়। তাদের কারণে সমাজবিপন্ন হয়ে ওঠে। তারা কেউ মন্দিরের পুরোহিত ও মসজিদের মোল্লা সেজে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত, যা নিতান্ত হীন কাজ।

উদ্দীপকে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়লেও এতিম, বিধবা, অসহায়, রোগজীর্ণ লোকদের তারা যাকাত থেকে বঞ্চিত করে। তাদের দুয়ারে অসহায়দের শত আহাজারিতে তাদের পাষাণ হৃদয় গলে না। কাজী নজরুল ইসলামের 'মানুষ' কবিতায়ও মন্দির-মসজিদের পুরোহিত- মোল্লারা প্রসাদ-শিরনিকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখে। তারা ভুখারি-মুসাফিরদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে।

যারা অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তারা গরিবের হক আদায় করে না। তারা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সমাজের অসহায় মানুষকে ঠকিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করে। উদ্দীপকে স্বার্থান্বেষী মহল এতিম, বিধবাদের বঞ্চিত করে সম্পদের পাহাড় গড়ে। মানুষ কবিতায় মন্দির-মসজিদের পুরোহিত- মোল্লারা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ভুখারি-মুসাফিরদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এসব কারণে উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় মানুষের অনৈতিক সম্পদ লিপ্সার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে।

CHITTAGONG BOARD

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

রহিম টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজার। মালিকের বেশ বিশ্বস্ত। বেতন পায় মোটা অংকের। ব্যবসায়ীক কাজে মালিক অধিকাংশ সময়ে বিদেশে অবস্থান করায় রহিমকেই সবকিছু দেখাশোনা করতে হয়। স্ত্রী শৈলী তাকে এই সুযোগ কাজে লাগানোর পরামর্শ দেয়। বলে,"একটু এদিক-সেদিক করে যদি লাভবান হওয়া যায়, তাতে ক্ষতি কি?" স্ত্রী শৈলীর কথায় রহিম শুধু একটি উক্তিই করে, "লোভ-মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, উন্নতি নয়।'

[চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬]

ক) শিক্ষার আসল কাজ কী?

খ) অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি- কীভাবে ব্যাখ্যা করো।

গ) শৈলীর প্রস্তাবে রহিমের রাজি না হওয়ার কারণটি 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ঘ) শৈলীর মানসিকতা পরিবর্তনে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য কতটুকু কার্যকর মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) শিক্ষার আসল কাজ কী?

শিক্ষার আসল কাজ হলো 'মূল্যবোধ সৃষ্টি'।

খ) অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি- কীভাবে ব্যাখ্যা কর।

সকলে জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী হওয়ায় তারা অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি।

মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। তারা অভাব পূরণের জন্য সদা তৎপর রয়েছে। ফলে অর্থচিন্তা সবাইকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। এই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখতে গিয়ে অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়েছে।

গ) শৈলীর প্রস্তাবে রহিমের রাজি না হওয়ার কারণটি ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপকের রহিমের মাঝে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটায় সে শৈলীর প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

শিক্ষা মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। শিক্ষালাভের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। যার মধ্যে শিক্ষার এই আসল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটে সে কখনোই অন্যায় কাজে জড়িত হতে পারে না।

উদ্দীপকের রহিম মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। সে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অন্যায় করেনি। এমনকি স্ত্রীর প্ররোচনাতেও নিজের সততায় অটল থেকেছে। আর শিক্ষা মানুষকে এই সততার চর্চা শেখায়। শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত এই শিক্ষার কারণেই উদ্দীপকের রহিম তার স্ত্রী শৈলীর প্রস্তাবে রাজি হয় না।

ঘ) শৈলীর মানসিকতা পরিবর্তনে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য কতটুকু কার্যকর মূল্যায়ন করো।

‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে মূল্যবাধ সৃষ্টিতে শিক্ষার গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে যা উদ্দীপকের শৈলীর মানসিকতার পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার আসল কাজ হলো মানুষের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষার এই উদ্দেশ্য যখন সফল হয় তখন মানুষ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। জীবনে চলার পথে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় প্রদান করে। 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে লেখক জীবসত্তার পাশাপাশি মানবসত্তার এই দিকটিও তুলে ধরেছেন।

উদ্দীপকের শৈলীর আচরণে মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে লোভী মানসিকতার কবলে পড়ে স্বামীকে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে বলে। একজন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ কখনো এ কাজ করতে পারে না। তার এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হলে তাকে মনুষ্যত্ববোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে মানবসত্তার উন্নয়নের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। আর মানবসত্তার উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। উদ্দীপকের শৈলী যদি শিক্ষার এই আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে তাহলে সেও রহিমের মতো মনুষ্যত্ববোরধের পরিচয় দেবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শৈলীর লোভী মানসিকতার পরিবর্তনে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষার দিকটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

DINAJPUR BOARD

কপোতাক্ষ-নদ

কবি আল মাহমুদের প্রিয় নদী তিতাস। এ নদী কবির শৈশবের নদী। নদীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা কবিমনকে উদাস করেছিল। নির্মল বাতাস, নদীর শুভ্র তনুশ্রী জয় করে নিয়েছে কবির মন। তাইতো কবি বলেছেন-

"নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণে এ ভরেছি এ বুক"।

কর্মজীবনে নানান স্থানে তিনি করেছেন কিন্তু শৈশবে প্রিয় নদী স্মৃতিতে জাগরূক।

[দিনাজপুর বোর্ড- ২০১৬]

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তির নাম কি?

খ. "বঙ্গের সংগীতে" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ কবিতার কোন দিকটি অনুপস্থিত।

ঘ "কবি আল মাহমুদের অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার ষষ্টকের ভাবে ফুটে উঠেছে।"- বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তির নাম কি?

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তির নাম মেঘনাদবধ কাব্য।

খ)"বঙ্গের সংগীতে" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

বঙ্গের সঙ্গীতে বলতে কবি তাঁর গান, কবিতা অর্থাৎ তাঁরসৃষ্টিকর্মের বঙ্গের কথাই বলেছেন।

কপোতাক্ষ নদ কবির হৃদয়ের সবটুকু কাতরতা দখল করে আছে বলে তিনি তাঁর কাব্যে ও গানে ব্যক্ত করেন। তাই প্রবাস জীবনেও তাঁর সকল গান ও কবিতায় তিনি শৈশব স্মৃতিবিজড়িত নদীর নামই নিয়েছেন।

গ) উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ কবিতার কোন দিকটি অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবির মাতৃভূমিতে প্রিয় নদের কাছে ফিরে আসার যে আকুলতা সেই দিকটি অনুপস্থিত।

বাংলাদেশের সাথে নদীর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ নদীর কোলঘেষে কোটি বঙ্গসন্তান কাটিয়েছেন তাদের দুরন্ত শৈশর ও ডানপিটে স্বভাবের কৈশোর। সেসব বাঙলার সন্তানেরা তাদের মাতভূমি ও প্রিয়সঙ্গিনী নদ-নদীকে কখনো ভুলতে পারে না। তাই পৃথিবীর কোথাও চলে গেলেও বারংবার সেই শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত দেশ ও নদীর কাছে মানুষ ফিরে আসতে চায়।

উদ্দীপকের কবি আল মাহমুদের স্মৃতিবিজড়িত প্রিয় নদী তিতাস। কর্মজীবনে নানা স্থানে তিনি ঘুরেছেন কিন্তু শৈশবের প্রিয় তিতাস আজও তাঁর স্মৃতিতে জাগরুক। কিন্তু উদ্দীপকে কবি আল মাহমুদ তার মাতৃভূমি ও নদীর কাছে ফিরে যাওয়ার কোনো ব্যক্ত প্রকাশ করেননি। অন্যদিকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মধুসূদন দত্ত শৈশবের স্মৃতিকাতরতায় তার প্রিয় কপোতাক্ষ নদকে অভাববোধ করার পাশাপাশি ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। কবির মনে সন্দেহ জাগে তিনি প্রিয় নদের দেখা পাবেন তো! কবির যে এ আকাঙ্ক্ষা ও সন্দেহ উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

ঘ) ''কবি আল মাহমুদের অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার ষষ্টকের ভাবে ফুটে উঠেছে।"- বিশ্লেষণ কর।

কবি আল মাহমুদের জন্মভূমির প্রতি স্মৃতিকাতরতার অনুভূতি 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার ষষ্টকের ভাবে ফুটে উঠেছে।

কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কবির মনে সন্দেহ জাগে, আর কি তিনি এই নদের দেখা পাবেন। কপোতাক্ষ নদের কাছে তার সবিনয় মিনতি বন্ধুভাবে সে তাকে যেন স্মরণ করে। কপোতাক্ষ নদ কবিতাটিতে কপোতাক্ষ নদকে কেন্দ্র করে স্মৃতিকাতরতার আবরণে কবির অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। শৈশবে কবি মধুসূদন দত্ত কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। ফ্রান্সে প্রবাসজীবনযাপনকালে জন্মভূমির শৈশব । কৈশোরের স্মৃতি তার মনের কাতরতা জাগিয়েছে। উদ্দীপকে কবি আল মাহমুদের নদী অনুষঙ্গ কে কেন্দ্র করে কবি মনে স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়।কবি আল মাহমুদ কর্মজীবনের নানান স্থানে করলেও তার শৈশবের তিতাস নদী কে তিনি ভুলতে পারেননি। উদ্দীপকে এ বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে।

উদ্দীপকে কবি আল মাহমুদের প্রিয় নদী তিতাস। শৈশব কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত তিতাস নদী তার স্মৃতি সদা জাগরুক। যেখানেই গিয়েছেন এ নদীর স্মৃতি কখনো ভুলতে পারেননি।

মধুসূদন দত্তও তার শৈশবের কপোতাক্ষ নদ কে ভুলতে পারেননি। সুদূর ভার্সাই নগরীতে প্রবাসকালে তিনি তার শৈশব-কৈশোরের নদ কপোতাক্ষকে স্মরণ করে গান ও কবিতা রচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কপোতাক্ষ নদ কবিতার ষষ্টকে মূলত তার শৈশবের কপোতাক্ষ নদের স্মৃতির দিক প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে আল মাহমুদের শৈশব স্মৃতিতে তিতাস নদীর কথা উঠে এসেছে। অতএব বলা যায়,কবি আল মাহমুদের অনুভূতি কপোতাক্ষ নদ কবিতার ষষ্টকের ভাবে ফুটে উঠেছে।

মমতাদি

দশ বছরের মেয়ে রাহেলা ইসলাম সাহেবের বাসায় রান্না, কাপড় ধোয়া, ঐশীকে স্কুলে নেয়া, কেনাকাটা থেকে শুরু করে সব কাজ নিপুণভাবে করে। স্বামী-স্ত্রীর অবর্তমানে দুই যমজ সন্তানদের দেখা শুনাও করে। তাকে কারণে-অকারণে ভার স্ত্রী সাকিল বকাঝকা করে। একদিন চায়ের কাপ ভাঙ্গার কারণে তাকে অমানবিক নির্যাতন করে। এতে রাহেলার কঙ্কালসার শরীরে কমপক্ষে ত্রিশটি আঘাতের চিহ্ন ও দগদগে ঘা রয়েছে। [দিনাজপুর বোর্ড- ২০১৬]

ক) 'মমতাদি গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত?

খ) স্বামীর চাকরি হওয়ার পরও কেন মমতাদি রাধুনীর কাজ করতে চাইল?

গ) উদ্দীপকের গৃহকর্মী রাহেলার চরিত্রের সাথে মমতাদি গল্পের মমতার সাথে মিল আছে কিনা ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপকটি মমতাদি গল্পের বিপরীত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে"- মন্তব্যটির যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক) 'মমতাদি গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত?

মমতাদি গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরীসৃপ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

খ) স্বামীর চাকরি হওয়ার পরও কেন মমতাদি রাধুনীর কাজ করতে চাইল?

স্বামীর চাকরি হওয়ার পরও মমতা লেখকের বাড়ির কাজ ছাড়ল না। মূলত এক ধরনের মায়ার বন্ধনের কারণে।

মমতার স্বামীর চাকরির কথা শুনে লেখকের মা মমতাকে অসুবিধা হবে না বলে ইতস্তত না করে ইচ্ছা হলে কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলল। এতে মমতার চোখে জল এসে যায়। সে কাজ করতে চেয়ে বলে, তার স্বামীর সামান্য চাকরি, তাতে সংসার চলে না। আসলে সে সংসারে বাড়তি আয়ের কথা ভেবে নয়, লেখকের পরিবারের সঙ্গে এক নিবিড় বন্ধনের কারণে কাজ ছেড়ে দিতে চায় না।

গ) উদ্দীপকের গৃহকর্মী রাহেলার চরিত্রের সাথে মমতাদি গল্পের মমতার সাথে মিল আছে কিনা ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের গৃহকর্মী রাহেলার চরিত্রের সাথে 'মমতাদি' গল্পের মমতার মিল আছে।

মমতাদির সংসারে অভাব বলেই মর্যাদাসম্পন্ন ঘরের নারী হয়েও তাকে অপরের বাড়িতে কাজ নিতে হয়। এই আত্মমর্যাদাবোধ তার সবসময় সমুন্নত ছিল। সে ঘরের রান্নাবান্নাসহ অন্যান্য কাজ নিজের মতো করে করত।

উদ্দীপকে দশ বছরের মেয়ে রাহেলা ইসলাম সাহেবের বাসায় রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ঐশীকে স্কুলে নেয়া, বাজার করা ইত্যাদি কাজ নিপূণভাবে করে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর অবর্তমানে সে তাদের যমজ সন্তানেরও দেখাশুনা করে। উদ্দীপকের মতো মমতাদি গল্পের মমতাদিও লেখকদের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে। সেও রাহেলার মজে লেখকের পরিবারে স্নেহশীলতা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে। তাই উদ্দীপকের রাহেলা চরিত্রের সাথে মমতাদি গল্পের মমতাদির চারিত্রিক সাদৃশ্য বা মিল লক্ষণীয়।

ঘ) "উদ্দীপকটি মমতাদি গল্পের বিপরীত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে"- মন্তব্যটির যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

গৃহকর্তার আচরণের বিচারে উদ্দীপকটি 'মমতাদি' গল্পের বিপরীত চিত্র তুলে ধরে।

মমতাদি গল্পে গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। স্কুল পড়ুয়া একটি ছেলে মমতাদি নামে এক গৃহকর্মীকে নিজের বাড়ির একজন বলে মনে করে।

উদ্দীপকে ১০ বছরের মেয়ে রাহেলা ইসলাম সাহেবের বাসার সব কাজ করে। তবুও কারণে-অকারণে গৃহকর্তী সাকিলা রাহেলাকে বকাঝকা করে। কিন্তু 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি লেখকদের বাসায় আন্তরিকভাবে কাজ করে। লেখক এর পরিবার ও মমতাদিকে তাদের নিজের পরিবারের একজন বলে মনে করে।

'মমতাদি' গল্পের গৃহকর্মী মমতাকে লেখকের পরিবারে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয়। সে তার নিজের বাড়ির মত এই বাড়ির সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করে। উদ্দীপকের রাহেলা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেও মমতাদি তার গৃহকর্তার পরিবারের কাছ থেকে নির্যাতন তো দূরের কথা কখনো সামান্য খারাপ কথা বলে কিংবা খারাপ আচরণ করে তাকে অমূল্যায়িত করা হয়নি। সার্বিক বিচারে, উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পের বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

SYLHET BOARD

বই পড়া

তিন বছরের ছোট্ট ছেলে ইমনকে নিয়ে মা শাহানার চিন্তার শেষ নেই। সারাক্ষণ এটা-ওটা খাবার নিয়ে তিনি ছেলের পেছনে ছোটাছুটি করেন। ঘুম থেকে তুলেই খিচুড়ি, এরপর ফলের রস, সিদ্ধ ডিম, দুধ একের পর এক। মা'র হাত থেকে বাঁচতে ইমন পালাতে চেষ্টা করে, হাত পা ছোড়ে, মুখ বন্ধ করে থাকে, আরও কত কৌশল। কিন্তু মিসেস শাহানা জোর করে ইমনকে খাওয়াবেনই। এ অবস্থা দেখে ইমনের বাবা মি. শাহেদ বলেন, "দেখো, তোমার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু পদ্ধতি ভুল। ছেলের মঙ্গল চাও সন্দেহ নেই কিন্তু তোমার খাওয়ানোর ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে। [সিলেট বোর্ড '১৬]

ক) শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী?

খ) 'সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকের শাহানার আচরণে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "মি. শাহেদের বক্তব্য প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শেরই প্রতিধ্বনি"- 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী?

শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ হলো সাহিত্যচর্চা।

খ) 'সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে যে নিজেকে একজন আলোকিত রুচিশীল এবং পরিপূর্ণ মানুষ রূপে তৈরি করা যায় প্রশ্নে উক্ত কথাটি দ্বারা লেখক তাই বুঝিয়েছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক প্রমথ চৌধুরী মানবজীবনে সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। জাতি হিসেবে আমাদের সৎ, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান এবং প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেদের তৈরি করতে গেলে সাহিত্য চর্চার বিকল্প নেই। আর এটি বোঝাতেই লেখক বলেছেন, 'সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে।'

গ) উদ্দীপকের শাহানার আচরণে ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের যে বিশেষ দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের শাহানার আচরণে 'বই পড়া' প্রবন্ধে বর্ণিত আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতির দিকটির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরীর মতে, আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের জোর করে পাঠদান করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের জ্ঞান চর্চায় অরুচিতে ভোগে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে থাকে এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রতি অনীহা পোষণ করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যায়। এতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

উদ্দীপকে শাহানার মাঝে শিক্ষাদানের ভ্রান্ত পদ্ধতিটির প্রকাশ লক্ষণীয়। তিনি জোর করে ছেলেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। এতে তার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও প্রকৃত পক্ষে তা তার ছেলের পক্ষে সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। কেননা অতিরিক্ত কোনো কিছুতেই আমাদের মঙ্গল লুকিয়ে নেই। তিনি পুত্র ইমনকে খেলার ছলে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে বরং ইমন আনন্দের সাথে খেত। এতে শাহানারও কষ্ট করার প্রয়োজন হতো না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাহানার খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে বর্ণিত শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি একই সূত্রে গাঁথা। উভয়েই জোরপূর্বক আমাদের মঙ্গল কামনার চেষ্টা করে যাচ্ছে যা আমাদের মঙ্গল তো দূরের কথা অমঙ্গলের জন্য দায়ী হচ্ছে।

ঘ) “মি. শাহেদের বক্তব্য প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শেরই প্রতিধ্বনি”- ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

একটি জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রমথ চৌধুরী শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিয়েছেন যা উদ্দীপকের মি. শাহেদের বক্তব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

‘বই পড়া’ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী এদেশের শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের পাঠদান করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের জোর করে শিক্ষাদান করানো হয়। এতে সকলে পাশ করলেও প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠে না। তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।
এজন্য শিক্ষার্থীদের পছন্দানুযায়ী বই পড়ে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা উচিত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। কেননা একমাত্র স্ব-শিক্ষাই পারে একজনকে সুশিক্ষিত হিসেবে তৈরি করতে।

উদ্দীপকে মি. শাহেদ স্ত্রীর খাওয়ানোর পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে পরামর্শ দেন। কেননা তাঁর স্ত্রী ছেলের মঙ্গলের জন্য জোর করে খাওয়ানোতে মনোযোগ দিয়েছেন এতে করে আদতে তার কোন উপকারী হচ্ছে না। তিনি মনে করেন ছেলে বেশি খেলেই বুঝি স্বাস্থ্যবান হবে, এটাই ছেলের জন্য ভালো। কিন্তু এটি মোটেও সঠিক পদ্ধতি নয়। তাই এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো উচিত। আর উদ্দীপকে মি. শাহেদ এ বিষয়টিই অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং তার স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন কেন সে তার খাওয়ানোর পদ্ধতি পরিবর্তন করার মাধ্যমে ইমনের খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে যা পরবর্তীতে তার সুস্বাস্থ্যতার জন্য সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রমথ চৌধুরীর পরামর্শ এবং উদ্দীপকের মি. শাহেদের পরামর্শের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্যগত দিকথেকে এক। কেননা তারা উভয়ই প্রচলিত পদ্ধতির ভুল অনুধাবন করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন। জোর করে খাওয়ানোর মাঝে যেমন স্বাস্থ্যের উপকারিতা নেই, তেমনি জোর করে বিদ্যাদানের মাঝেও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।
ফলে উদ্দীপকের মি. শাহেদ এবং 'বই পড়া' প্রবন্ধের প্রমথ চৌধুরী মূলত একই পরামর্শ আলাদা প্রেক্ষাপটে দিয়েছেন। তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

BARISAL BOARD

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

আলম সাহেব হজে যাওয়ার জন্য দোকানের সমস্ত দায়িত্বভার তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দেন। মবিন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দোকানের সব হিসাব-নিকাশ সহ দোকান পরিচালনা করে যাচ্ছে। কিন্তু পাশের দোকানের কর্মচারীর মানিক তাকে কুপরামর্শ দিয়ে বলে, একটু এদিক-সেদিক করে লাভবান হওয়ার বড় সুযোগ এখনই। এমন সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে। অল্প শিক্ষিত মবিন মানিককে বলে, আমি অভাবী কিন্তু লোভী নই। আর আমি জানি, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। [বরিশাল বোর্ড-২০১৬]

ক) শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

খ) অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি- বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন।

গ) উদ্দীপকের মানিক চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

ঘ) "মবিন চরিত্রে শিক্ষা ও 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে"- উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

উত্তর

ক) শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ টি 'সংস্কৃতির কথা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

খ) অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি- বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধ অনুসারে জীবনের প্রয়োজনে দিকে মনোযোগী হয়ে মানুষ অর্থ চিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে।

জীব হিসেবে নিজের অস্তিত টিকিয়ে রাখতে প্রতেক মানুষকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তাই তাকে অর্থের সন্ধানে ফিরতে হয়। অর্থ চিন্তা শেকলের মতো সব মানুষকে বেঁধে রাখে। মনুষ্যত্ব অর্জন করা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু তার আগে তাকে বেঁচে থাকতে হয়। তাই অর্থচিন্তা না করে কোনো উপায় থাকে না। এজন্যে বলা হয়েছে, অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি।

গ) উদ্দীপকের মানিক চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

উদ্দীপকের মানিক চরিত্রে শিক্ষা ও মনুষ্যত প্রবন্ধে বণিত মনুষ্যত্ব বা মূল্যবোধের অভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ববোধের জাগয়ণের কথা বলা হয়েছে। এই মনুষ্যত্ববোধ অর্জন করতে হলে শিক্ষা লাভ করা জরুরি। এটি অর্জন করতে পারলে একজান মানুষ লোভ, অন্যায় থেকে বিরত থেকে জীবনকে উপভোগ করতে শেখে।

উদ্দীপকের মানিক ভার আচরণে মনুষ্যতূহীনতার পরিচয় দিয়েছে। সে মবিনকে কুপরামর্শ দিয়েছে। তাকে সততার পথ পরিহার করে অসৎ হতে বলেছে। মানিকের এই মনোভাব মূল্যবোধহীনতার পরিচায়ক। কেননা মুল্যবোধহীন ব্যক্তি সবসময় জীবসত্তার প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকে। ফলে তার মাঝে অসততা এসে ভর করে। উদ্দীপকের মানিকের মাঝে মনুষ্যত্বের অভাব রয়েছে। ফলে সে মবিনকে অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের মানিকের মাঝে শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের মনুষ্যতূহীনতার বাস্তব প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ) মবিন চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে- উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূলকথা হলো- শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্জন করা যা উদ্দীপকের মবিনের মাঝে প্রতিলিত হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের মাঝে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটায়। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি অসৎ পথে চালিত হয় না। কেননা শিক্ষার আসল কাজ হলো মূল্যবোধ সৃষ্টি। আর শিক্ষার এই উদ্দেশ্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মাঝে বাস্তবায়িত হয়।

উদ্দীপকের মবিন মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। সে সুযোগ থাকা সত্তেও নিজের স্বার্থচিন্তা পরিহার করেছে। এমনকি অন্যের কুপরামর্শে সায় দেয়নি। মবিনের এই নির্লোভ মানসিকতা এবং সততা তাকে মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছে। মবিন স্বশিক্ষিত হয়েও মানিকের কুপরামর্শে তাড়িত হয়নি। এতে তার মাঝে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সফল প্রয়োগ ঘটেছে।

"শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে বলা হয়েছে, শিক্ষালাভের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আর মনুষ্যত্ববোধি অর্জিত হলে সেই ব্যক্তি আর অসৎ পথে ধাবিত হতে পারে না। উদ্দীপকের মবিনের মাঝে প্রবন্ধের এই দিকটিই লক্ষণীয়। শিক্ষার আসল কাজ যে মূল্যবোধ অর্জন সেটি শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর উদ্দীপকে মুবিন এর মাঝে সে দিকটি প্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায় মবিনের চরিত্রে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মূল সুর প্রতিফলিত হয়েছে।

মমতাদি

রিক্সাচালক বাবার চার সন্তানের মধ্যে নিলু সবার বড়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সংসার চালানো তাদের বাবার পক্ষে খুবই কষ্টকর। তাই বড় মেয়ে নিলু প্রতিবেশী সালেহার বাসায় কাজ করে। তার ছেলেমেয়েকে দেখাশোনা করে, আদর-যত্ন করে। নিলু নিজ সংসদের মতো সমস্ত কাজকর্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু সামান্য ভুল ত্রুটি হলে নির্মম অত্যাচার নেমে আসে তার ওপর। অভাবের কারণে সবকিছু সহ্য করে সে। কিছুতেই যেন সে গৃহকর্ত্রীর মন জয় করতে পারে না।

[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম কী?

খ) লেখক মমতাদিকে 'ছায়াময়ী মানবী' বলেছেন কেন?

গ) উদ্দীপকের নিলুর সাথে মমতাদি গল্পের মমতাদির যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

ঘ) "উদ্দীপকের সালেহা যদি গল্পকথকের মায়ের মতো উদার হতেন তাহলে নিলু অত্যাচারিত হতো না"- মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম কী?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ) লেখক মমতাদিকে 'ছায়াময়ী মানবী' বলেছেন কেন?

সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে লেখক মমতাদিকে 'ছায়াময়ী মনবী' বলেছেন।

মমতাদি কাজে শৃঙ্খলা ও খিপ্রতা বজায় রেখে চলত। কাজগুলোকে সে আপনার করে নিলেও কোনো মানুষের দিকে ফিরেও তাকাত না। লেখকের মার সাথে মৃদু স্বরে দু'একটি দরকারি কথা বলা ছাড়া সে ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত একবার কাশির শব্দ পর্যন্ত করত না। এসব কারণে লেখক মমতাদিকে ছায়াময়ী মানবী বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের নিলুর সাথে মমতাদি গল্পের মমতাদির যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

'মমতাদি' গল্পে গৃহকর্মী হিসেবে মমতাদির সাথে যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে উদ্দীপকের নিলুর ক্ষেত্রে তার বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

মমতাদি গল্পে মমতাদি গল্পকথকের পরিবারে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে। সে খুবই দায়িত্ব ও মনোযোগসহকারে তার কর্তব্য কাজ করে। এতে ঐ পরিবারের সবাই তার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে।

উদ্দীপকের রিক্সাচালক বাবার চার সন্তানের মধ্যে নিলু সবার বড়। তার বাবার পক্ষে একা সংসারের খরচ চালানো খুবই কষ্টকর। তাই মেয়ে নিলু প্রতিবেশী সালেহার বাসায় কাজ করে। তার মেয়েকে দেখাশুনা করে, আদর-যত্ন করে। নিলু নিজ সংসারের মতো সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো সমন্য ভুল-ভ্রান্তির কারণে তার উপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। অন্যদিকে মমতাদি গল্পের গল্পকথক এর পরিবারের সবাই মমতাদির সাথে ভালো আচরণ করে। কখনো অত্যাচার-নির্যাতনের প্রশ্নই আসে না। তাই বলা যায়, গৃহকর্তার আচরণের দিক দিয়ে উদ্দীপকের মিলু ও মমতাদির মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) "উদ্দীপকের সালেহা যদি গল্পকথকের মায়ের মতো উদার হতেন তাহলে নিলু অত্যাচারিত হতো না"- মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উদ্দীপকের সালেহার যদি গল্পকথক এর মায়ের মত উদার হতেন তাহলে নিলু অত্যাচারিত হতো না।
মমতাদি গল্পের গল্পকথক এর মা গৃহকর্মী মমতার প্রতি খুবই উদার। তিনি মমতাদিকে সব সময় নিজের পরিবারের একজন হিসেবে মনে করে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতো।
উদ্দীপকের নিলু তার পাশের সালেহার বাসায় কাজ নেয়। কিন্তু সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য তার ওপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। কিন্তু মমতাদি গল্পের মমতাদির গৃহকর্তা গল্পকথকের মা মমতার সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতেন।
উদ্দীপকের সালেহা গৃহকর্মী নীলুর প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। নিলু নিজ সংসারের মত সব কাজকর্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু সামান্য ভুল-ত্রুটি হলে তার ওপর নির্মম অত্যাচার নেমে আসে। নিলু তাদের সংসারের অভাবের কারণে সব কিছু নীরবে সহ্য করে। কিন্তু কিছুতেই গৃহকর্তীর মন সে জয় করতে পারে না। অন্যদিকে মমতাদি গল্পের মমতাদি গল্পকথকের পরিবারে গৃহকর্মীর কাজ করে।গল্পকথক এর মা মমতাদিকে তাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো মনে করে। তার সাথে তিনি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন। কিন্তু উদ্দীপকের সালেহার আচরণ তার বিপরীত। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

মানুষ

বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য আসা ত্রাণসামগ্রী চেয়ারম্যান সাহেব দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ না করে আত্মসাৎ করে ফেলেন। দুর্গত মানুষ ভার কাছে আসলে তিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেন।

[বরিশাল বোর্ড-২০১৬]

ক, মানুষ কবিতায় পথিকের বস্ত্র কীবূপ ছিল?

খ. কবি মানুষকে 'মহীয়ান' বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের 'চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে মানুষ' কবিতার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটিতে মানুষ' কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশিত হয়নি-মূল্যায়ন কর।

উত্তর

ক) মানুষ কবিতায় পথিকের বস্ত্র কীবূপ ছিল?

মানুষ কবিতায় পথিকের বস্ত্র জীর্ণ ছিল।

খ) কবি মানুষকে 'মহীয়ান' বলেছেন কেন?

মানুষের মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ আছে বলে কবি মানুষকে মহীয়ান বলেছেন।

মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধ আছে। পৃথিবীকে ভারসাম্যপূর্ণ ও বাসোপযোগী করে রাখতে পারে মানুষ। মানুষ তার এই মানবতাবাদী গুণেই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহীয়ান হতে পারে। তাই কবি মানুষকে মহীয়ান বলেছেন।

গ) উদ্দীপকের 'চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে মানুষ' কবিতার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে 'মানুষ' কবিতার পূজারী ও মোল্লার সাদৃশ্য রয়েছে।

মানুষ স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে আরো পবিত্র করার জন্য। কিন্তু লোভের কারণে অনেকেই স্রষ্টার আদর্শ পরিপন্থী কাজ করে থাকে। মানুষ কবিতায় পুরোহিত-মোল্লারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেব বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য আসা ত্রাণসামগ্রী দুর্গতদের মাঝে বিতরণ না করে নিজেই আত্মসাৎ করে ফেলেন। নানা অজুহাতে তিনি দুর্গত মানুষদের ফিরিয়ে দেন। অন্যদিকে 'মানুষ কবিতায় পূজারী বা পুরোহিত-মোল্লারা মন্দির- মসজিদের প্রসাদ-শিরনি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রেখে দেয়। ভূখারি-মুসাফিরদের তারা শিরনি না দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের মতাে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার দিক দিয়ে পূজারী বা পুরাোহিত-মাোল্লার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ) "উদ্দীপকটিতে মানুষ' কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশিত হয়নি-মূল্যায়ন কর।

উদ্দীপকটিতে শুধু অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার দিকটি বর্ণিত হওয়ায় 'মানুষ' কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশ করেনি।

মানুষ' কবিতায় অন্যের অধিকার হরণ করার দিক উন্মোচিত হয়েছে। মন্দির-মসজিদের পুরোহিত-মোল্লারা নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য অন্যের অধিকার হরণ করে। তারা ভুখারি-মুসাফিরের খাবার নিজেরা ভোগ করে।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য আসা ত্রাণসামগ্রী নিজেই আত্মসাৎ করেন। দুর্গত মানুষদের নানা অজুহাতে ফিরিয়ে দেন। আবার মানুষ কবিতায় অসহায় মানুষদের সমাজের ক্ষমতাধর লোকেরা কীভাবে বঞ্চিত করে রাখছে, তা বর্ণিত হয়েছে। এ দিক থেকে উদ্দীপক ও মানুষ কবিতার মূল ভাবে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। মানুষ কবিতায় বিভিন্ন ধর্ম ও মানুষের এতে সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। মানুষ ধর্মকে ভালোবাসে, এর জন্য জীবনও বাজি রাখে। কিন্তু কোনো নিরন্ন মানুষকে অনেক সময় তাদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্ন দান করে না। মন্দিরের পুরোহিত বা মসজিদের মোল্লা সাহেবরাও অনেক সময় এ রকম হৃদয়হীন কাজ করেন। মানুষের চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না, এ কথাই ধর্মের মূল কথা। অন্যদিকে উদ্দীপকে চেয়ারম্যান শুধু অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'মানুষ' কবিতার সমগ্রভাব প্রকাশিত হয়নি।